OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 03*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 20 - 28*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 20 - 28*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# দৌলত কাজীর লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না কাব্যে লোকজীবন

দীপা রায়
এম.এ, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : dipa.csc17@gmail.com

***Received Date*** *16. 06. 2024*
***Selection Date*** *20. 07. 2024*

***Keyword***
*Folk life, Daulat Kazi, folk life in Bengali literature, marriage, then social system.*

***Abstract***
*Society and history have been of immense importance in literature for a long time. The form of Bengali religious and literary pursuits which developed in the Middle Ages would never have been possible unless the heavy blow of the Turkish conquest had driven it from within. As a result of the Turkish conquest, the direct role of Buddhism in the society almost disappeared or was limited to the marginal areas of Bengal. At that time, it cannot be said that Islam spread in this country with the direct help of the Muslim rulers. As in the days of autocratic monarchy, some Muslim nawabs or feudal lords were fanatical religious zealots, while others were satans. Many medieval poets were court poets of the great Nawabs and feudal lords. Their scholarship was certainly not devoid of Dharmashastra. Prominent Muslim poets like Alaol, Daulat Qazi, Sabirid Khan, Muhammad Khan etc. were well versed in Islamic theology, Sufism and Sadhana.*

*Standing in the context of medieval society, Daulat Kazi in his poems Lorachandrani and Satimayna has portrayed the happiness-sorrows, desires-desires and mutual conflicts of people. A single epic written within the scope of his short life is not quite enough in the context of changing times. Daulat Kazi's story-poetry contains certain elements of life cycle, the attraction and appeal of which never completely fades from the subconscious mind of man, which is still intimately connected with the lokayat life consciousness of the individual. The feelings of happiness, sadness, joy and pain are latent in every human being, they come out of their dormancy depending on the need or situation. In the patriarchal country society structure of that time, just as men's arbitrary and free use of freedom brought down the society, women were indirectly brought down on the women through various chains of penance and chastity protection.*

*Staying in the social context of the Middle Ages, Daulat Kazi did not engage in the writing of divine story poetry and wrote poetry with the elements of human life. He reached the free love of flesh and blood through the path of that uncharitable dream and thirst. A romantic Bengali couple finds a temporary escape from the ghani tana life as they cannot go far in the ghani tana of love. Perhaps it is because of this weakness that Daulat Kazi's story poetry has gained popularity even today. In other medieval poems, what a god can do, it is possible*

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 03*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 20 - 28*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

*for a human to do it as a daring lore - this belief was brought to the ground by Daulat Kazi in his poems Lorachandrani and Satimayna. The story of mutual attraction and repulsion of Maina, Lore and Chandrani, which Daulat Kazi has served as the main story of the poem, has long been known throughout India as part of our national folklore.*

## Discussion

সাহিত্যে আবহমান কাল ধরে সমাজ ও ইতিহাসের গুরত্ব অপরিসীম। তুর্কি আক্রমনের আগে বাংলার ব্রাহ্মন্য সংস্কৃতি বা লৌকিক ধর্ম-সংস্কৃতি এ এই দুটি ধারা সামন্তরাল ভাবে বিদ্যমান থাকলেও এদের ধর্ম-সংস্কৃতি, দেবদেবী ছিল স্বতন্ত্র। তুর্কি আক্রমনের পর এই সমস্ত নিম্নবর্গ ও অস্পৃশ্য মানুষ সামাজিক শোষন ও নির্যাতন থেকে বাঁচার তাগিদে ইসলাম ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলস্বরূপ হিন্দু সমাজ বিধানে এতদিন যারা অস্পৃশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহনে তারা মুক্ত মানুষের অধিকার ভোগ করার সুযোগ পায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ কাব্য ও মঙ্গলকাব্য গুলির পাশাপাশি স্বতন্ত্র ধারায় গড়ে উঠেছিল ইসলামি সাহিত্য। সদূর চট্টগ্রামে আরাকান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হয় আরাকান সাহিত্য। মধ্যযুগে চট্টগ্রাম ও আরাকানের ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যে সে বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যই চট্টগ্রাম ও আরাকানের বাঙালি মুসলমান কবিদের কাব্যচর্চা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয়। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য, অচ্ছুত সম্প্রদায় দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহন করতে লাগল। বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রাধান্যের মূলে যেমন প্রাণভয়, রাজভয় ঐহিক লোভ কার্যকরী হয়েছে, তেমনি অনেক ঐতিহাসিক কারন আছে। হিন্দু সমাজের অভিজাত তন্ত্রের যে কয়টি লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছিল তাদের অধিকাংশই সুলতান সুবাদারের অত্যাচারে ধর্মের বিনিময়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম ও আরাকান বহুদিন থেকেই ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্র। এই অঞ্চলে আবির্ভূত অধিকাংশ মুসলমান কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপন্ডিত ছিলেন তাদের রচিত কাব্যেও হিন্দু প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে ‘রোমান্টিক মানবীয় প্রেমের আখ্যান’ রচনার প্রথম কৃতিত্ব মুসলমান কবিদের প্রাপ্য। এই সাহিত্য রচনার পেছনে সুফি সাধনার ধারা বহমান ছিল। মধ্যযুগে হিন্দু কবিরা দেবতা বা দেবকৃপাধীন সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত থাকলেও মুসলমান কবিরা ধর্মের আবরণে নর-নারীর রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান রচনার মধ্য দিয়ে সমকালীন সাহিত্য কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করেছিল। মধ্যযুগে মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জীবনী সাহিত্য রচিত হলেও সেই রচনাগুলিতে দেবতাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কিন্তু আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিদের রচনায় প্রথম দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আরাকান রাজসভার কবিরা মানুষের প্রেমকথাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্মান করেন তাদের অমূল্য সাহিত্যসৃষ্টি। তারা সদম্ভে ঘোষনা করেন মানুষের মহিমার কথা। দৌলত কাজি লেখেন-

“নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর রতন অমূল।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি নর সমতূল।।
নর সে পরম তন্ত্রমন্ত্র তত্ত্বজ্ঞান।
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরাণ।।
নর সে পরম পদ নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর ঈশ্বর।।”[১]

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্যগুলির পাশাপাশি আরাকান রাজসভার সহিত্যও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করে। উল্লেখ্য, মুহম্মদ সগীরের ‘ইউসুফ জুলেখা’, দৌলত কাজীর ‘লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না’, সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যগুলি মূলত রোমান্টিক প্রনয় আখ্যান হলেও কাব্যগুলিতে সমকালীন নানা সামাজিক ও আঞ্চলিক সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। ‘লোকসাহিত্য’ কথাটি সাধারনত ইংরেজী ‘Folk Lore’ শব্দটির প্রতিশব্দ। ‘Folk’ অর্থে উন্নততর সমাজের প্রান্তবর্তী অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পৃথক জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। অতএব, ‘Folk Lore’ বলতে বুঝি উন্নততর

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 03*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 20 - 28*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

জীবনধারার পাশাপাশি প্রচলিত এই বিশেষ স্তরের জীবনধারাকে। লোকসাহিত্য পার্শ্ববর্তী উচ্চস্তরের শিল্পকর্মের তুলনায় রুচি, চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীতে যা অপেক্ষাকৃত অমসৃন ও দীনতাপূর্ণ। এদিক থেকে লোকসাহিত্যের ধারনার সঙ্গে একটি আপেক্ষিক নিকৃষ্টতাবোধ জড়িয়ে আছে। লোকসাহিত্য অর্থে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে লোকজীবনের জ্ঞান ও আর্দশ মাত্রই প্রধানভাবে প্রকৃতিজ, অপেক্ষাকৃত অমার্জিত। বাংলা সাহিত্যের আদি পর্যায়ের লোক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নির্দশন হল চর্যাপদ। আদি-মধ্য পর্যায়ে বিদ্যাপতির বিদগ্ধ কলা-কুশলতার পাশাপাশি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যও লোক সাহিত্যের নিদর্শন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে হিন্দু-মুসুলমান সংস্কৃতির বিমিশ্রতায় গঠিত অখন্ড বাঙালী চেতনায় মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে লোকসাহিত্যকে নবরূপ দিয়েছেন চট্টগ্রাম রোসাঙ্গের মুসলমান কবিকুল। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন।

> "প্রাচীন বাংলার ধর্মে কর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে এই মানবিক আবেদন যতটা বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট, সেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট সুখ দুঃখের প্রতিও গভীর অনুরাগ যেভাবে ধরা পড়িয়াছে, এমন আর কোথাও নয়। বস্তুত বাংলার সাধনায় দেবতারা ধরা দিয়েছেন, মানুষের বেশে মানুষের মত হইয়া, মানুষের মাপেই যেন দেবতার পরিমাপ। ...মানবিকতার প্রতি বাঙালী চিত্তের এই আকর্ষনের আভাস প্রাচীনকালেই নানা দিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই উদার মানবিকতার অন্যতম দিক হইতেছে প্রাচীন বাঙালীর ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা, মানব দেহের প্রতি এবং দেহাশ্রয়ী কায়াসাধনার প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ, সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের ও পরিবার বন্ধনের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষন, রূপ ও রসের প্রতি তাহার গভীর আসক্তি।"[২]

আবার অন্যদিকে মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য রচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক আহমেদ শরীফের বক্তব্য উদ্ধৃতি করছি-

> "...ঐতিহ্য বিরহী দেশজ মুসলিমরা রইল দরবারী সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আর এদের মধ্যে যারা সাক্ষর মুন্সী-গোমস্তা-মুৎসুদ্দী-উকিল তারাই পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও মানস প্রভাবে সুফি নামের দেশী যোগতন্ত্র ভিত্তিক কায়া সাধনে ও দেহাত্মবাদে আশ্বস্তবোধ করে। এদের মধ্যে সৃজনশীলতা ছিল না কখনো, তাই মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব অনুবাদ কিংবা অনুকরণ মাত্র এবং এদের রচনায় লোকায়ত বিশলোক-সংস্কৃতির প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। তাই নিরক্ষর গ্রামবাসীরাই এ সাহিত্যের শ্রোতা, সাক্ষর গ্রামবাসী এর পড়ুয়া ও গাইয়ে।"[৩]

আমরা দৌলত কাজীর 'লোর চন্দ্রানী ও সতীময়না' কাব্যটি আলোচনা করব। সপ্তদশ শতকে আবির্ভূত কবি দৌলত কাজি চট্টগ্রামের রাউজান থানার অর্ন্তগত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। অল্প বয়সেই তিনি বিভিন্ন বিদ্যা অর্জন করেন। আরাকান রাজ থিরি-থু-ধম্মা (শ্রী সুধর্মা)-র রাজত্বকালে আরাকানের সমর সচিব আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উপদেশে ১৬২১ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে হিন্দি কবি মিয়া সাধনের 'মৈনা কো সৎ' কাব্য অবলম্বনে 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। পরে আরাকান রাজ সান্দ-থু-ধম্মা (চন্দ্র সুর্ধম্মা)-র প্রধানমন্ত্রী সুলেমানের নির্দেশে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে কবি আলাওল কাব্যের বাকি অংশ রচনা সমাপ্ত করেন।এই কাব্যটি দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে আছে রাজা লোর ও চন্দ্রানীর পরস্পরের অনুরাগ, বিরহ যন্ত্রনার মধ্যদিয়ে পরস্পরের মিলনের কাহিনী। দ্বিতীয় খন্ডে আছে লোরের প্রথম স্ত্রী ময়নার বিরহ দুঃখের বারমাসী জীবনযাত্রার বণর্নার মধ্য দিয়ে লোরের সাথে মিলন। মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্যের কাহিনী পুরোপুরি দেবনির্ভর হলেও আরাকান রাজসভার সাহিত্যে মর্ত্য নর-নারীর প্রনয় কাহিনীকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই আরাকান রাজসভার কবিরা দেবদেবীকে পুরোপুরি অস্বীকার সাথে করতে পারেনি কেননা তারা কাব্য শুরুর আগে বন্দনা অংশে মুসলমান নবী-মহম্মদের স্তুতির সাথে সাথে আরাকানরাজের স্তুতিবাদও করেছেন। কাব্যের শুরুতেই বন্দনা অংশে বলেছেন -

"বিসমিল্লার নাম জান সংসারের সার।
আদি অন্ত নাহি তার দোসর প্রকার।।
প্রথমে বলিয়ে বিসমিল্লাহ্ আর রহমান।
সর্বস্থানে কল্যান পুরয়ে মনস্কাম।।
বিসমিল্লা প্রধান এক নাম নিরঞ্জন।
যে নাম স্মরণে কার্যসিদ্ধি সর্বস্থান॥
কি করিব যমদূত বিপক্ষ বিবাদ।
সর্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ।।
রহমান নাম অর্থ করুনা সদায়।
সে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র্য খন্ডায়।।
সুজন দুর্জন আদি যত জীব জান।
ভক্ষকেরে কুশলে করিন্ত ভক্ষ্য দান।।
রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।
দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার।।"[৪]

রোসাঙ্গ রাজস্তুতি অংশে দৌলত কাজী আরাকান রাজের স্তুতি করেছেন -

"সুজন সকাল পদে মোর পুটাঞ্জলী।
কহিমু প্রসঙ্গ কিছু রচিয়া পাঞ্চালী।।
কর্নফুলি নদী পূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতরী।।
তাহাত মগ বংশে ক্রমে বুদ্ধাচারী।
নামে শ্রী সুধর্ম রাজা ধর্ম অবতারী।।
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রক সদৃশ প্রজা করন্ত পালন॥"[৫]

আরাকানরাজ নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও আর তার সভাসদ বেশিরভাগ ছিল মুসলমান। কিন্তু তার রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাই ছিল হিন্দু। সেই সময়কালে বাংলায় তুর্কী আগমনের ফলে হিন্দুদের ওপর মুসলমানের ধর্মান্তকরণের তান্ডবলীলা চললেও সদূর আরাকান রাজসভায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির কথা জানা যায়।

"রাজ্যসব উপসম কৈলা সুবিচার।
কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার।।
মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
রাজভয়ে মাতঙ্গে না যায়ন্ত ঠেলি॥
বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার।
ভীম হেন বলীও না করে বলাৎকার।।
সীতা সম সুন্দরী যদি বৈসে বনে।
রাজভয়ে না নিরক্ষে বিংশতি নয়ানে।।
মৃগ ব্যাঘ্র বনে যদি চরে একত্তরে।
ধর্মবলে কাকে কেহ বল নাহি করে।।
সংসারের লোক যত কেহ নহে দুঃখী।

মহারাজ প্রসাদে সর্বত্র লোক সুখী।।"[৬]

কিংবা বলা যায়-

"নানা জাতি লোক সবে ধরিয়া যোগান।
সভাত বসিল শ্রী আশরফ খান॥
সৈয়দ শেখ জাদা আদি মোঘল পাঠান।
স্বদেশী বৈদেশী বহুতর হিন্দুয়ান॥
ব্রাক্ষন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেক যেন মহীন্দর।।"[৭]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে বিপুল আয়োজন তার সবটাই হিন্দু-মুসলিম সহযোগে সমগ্র বাঙালীর নিজস্ব ধর্ম সংস্কৃতির সমন্বিত প্রতিফলন। দৌলত কাজীর কাব্য হিন্দি 'মৈনাসত'-এর হুবহু অনুবাদ নয়, পুরাতন গল্পের ওপরে কবি নিজের আকাঙ্খা ও কল্পনার রং মিশিয়ে ছিলেন। সতী ময়নামতী বা লোরচন্দ্রানী কাব্যে রাজপুত্র লোরক সতী ময়নামতীকে বিয়ে করে সুখে দিনযাপন করছিল। রাজপুত্র লোরক যেমন বীরত্বে দুর্জয়, ময়নামতী তেমনি ছিলেন রূপেগুনে সর্বকলাযুতা। দৌলত কাজি তাঁর কাব্যে লোরের নায়কোচিত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন-

"নানাগুনে বিশারদ লোরক দূর্জয়।
বিচক্ষন বলবন্ত সাহস নির্ভয়।।"[৮]

তেমনি কাহিনীর শুরুতেই ময়নার রূপের বর্ণনায় কবি লিখেছেন-

"রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী।
ভুবন বিজয়ী কন্যা রূপেত পার্বতী॥
কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ।।"[৯]

একদিকে রাজা লোরক বনবিহারে গিয়ে গোহারী দেশের রাজকন্যা চন্দ্রানীর রূপ-যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চন্দ্রানীর সাথে দিনযাপন করতে থাকে। তেমনি অন্যদিকে ময়নামতীর জীবনে শুরু হয় স্বামী বিরহ ও নিজের সতীত্ব রক্ষার করুণ কাহিনী। প্রেমের ক্ষেত্রে সতী ময়নার মূল অবলম্বনই হল স্বামীপ্রেম। দৌলত প্রতিব্রতা ময়নার সুন্দর চিত্র এঁকেঁছেন -

"প্রিয়বাদী প্রতিব্রতা সুশীলা সুমতি।
প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি।।"[১০]

কবির মূল উদ্দেশ্যই ছিল প্রতিব্রতা সতী ময়নার কাহিনী বর্ণনা।ময়না যেন শুধুমাত্র কবি কল্পনায় ভাবের আর্দশ নয়, তিনিও যেন রক্তমাংশে গড়া নারী। লোরের বিরহে তার কাতরতার মধ্যে বঞ্চনার আর্তি প্রকাশ পেয়েছে -

"মর্মে পাইলুঁ ঘাও মুখে না আইসে রাও
প্রেমানলে তনু মন পোড়ে।"[১১]

কাব্যের প্রথম দিকে লোর ও ময়না দুজনেই দুজনের প্রতি ছিল অত্যন্ত -

"অন্যে অন্যে দুই চিত্ত প্রেমের মুকুর।
তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে দোহান আকুল।।"[১২]

ময়নার মধ্য দিয়ে করি চিরকালীন বাঙালীর আদর্শ একনিষ্ঠ স্বামীভক্তি-পরায়ন নারী চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। লোরচন্দ্রানী কাব্যের নায়ক লোর চরিত্রটির উৎসই লোককাহিনী। লোর চরিত্রটির কোনো ঐতিহাসিক মূল্যই নেই। বামনকে হত্যা করে চন্দ্রানীলাভ ও রাজ্য শাসন ছাড়া আর লোর চরিত্রের কোনো কাহিনী নেই। এই কাব্যে জটিলতাহীন সরল একমুখী কাহিনী

ছাড়া কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। ঘটনা বা অন্যান্য চরিত্রের সংস্পর্শে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতি পরতে পরতে চরিত্রের যে আত্ম উন্মোচন তার কোনো অবকাশ ঘটেনি। মানসিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়ন এই কার্যে তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এই কাব্যের চরিত্রগুলির উপজীব্য বিষয়ই হল প্রেম। প্রেমকে অবলম্বন করে ঘটনাগত জটিলতা থাকলেও সপত্নীকে নিয়ে কারো মন দোলাচলতায় পীড়িত হয়নি। দৌলত কাজির কাহিনীকাব্যে জীবনচক্র চলমানতার এমন কিছু কিছু উপাদান আছে, যার প্রতি আকর্ষণ এবং আবেদন মানুষের চেতন-অবচেতন মন থেকে কোনো কালেই সম্পূর্ণ রূপে ফুরিয়ে যায় না। তৎকালীন সময়ে আমাদের দেশে পুরুষতান্ত্রিক দেশজ সমাজ কাঠামোয় পুরুষকে সব সময় ভোগেচ্ছায় ভ্রাম্যমান ভ্রমর এবং নারীকে সব সময় সর্বংসহা সতীরূপে দেখা হয়েছে। কাব্যেই দেখা যায় ময়না লোরের লাম্পট্যকে ভ্রমরবৃত্তি বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন -

> “যুবক পুরুষ জাতি নিষ্ঠুর দুরন্ত।
> এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।।”[১৩]

কিন্তু ময়না যেহেতু আদর্শ হিন্দু নারী তাই একনিষ্ঠ প্রেমকেই জীবনের আদর্শ বলে মানেন। শত প্রলোভনকে তুচ্ছ করেও দূর দেশের স্বামীর প্রতিই অনুরক্ত থাকেন প্রমের শক্তিতেই। দৌলত কাব্য শেষ করতে না পারলেও আলাওল কাব্যের শেষে চন্দ্রানীসহ লোরকে ময়নার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। সেই সময়ে পুরুষ সমাজ কাঠামোর সমর্থনে যথেচ্ছ স্বাধীনতার সদ্ ব্যবহার করে পরকীয়ায় প্রমত্ত হয়েছে ঠিক ততদিক থেকে নারীদের সমাজ ব্যবস্থায় চারিদিক থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে দুঃখ সহনের তপস্যা ও সতীত্ব রক্ষার বহুবিধ শৃঙ্খল। তৎকালীন সমাজে নারী পুরুষ ভেদাভেদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনের দিকভ্রংশী ব্যাপারটা সেই যুগের মতো বর্তমানেও সমাজে বিরাজমান। দৌলত কাজির কাব্যের কাহিনীর সত্যদর্শন বাঙালী সমাজের চিত্ররূপকে যেন জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছে।

মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে দৌলত কাজীর পক্ষে দেবপ্রশস্থির কাহিনীকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হওয়াটাই যুগ অনুযায়ী স্বাভাবিক কৃতকর্ম ছিল। দৈববানী বা দৈব নির্দেশের কথা ঘোষণা করে মধ্যযুগের পিঠ বাঁচানো বাতাবরণে নিজেকে আত্মরক্ষা না করে দৌলত কাজী মানুষের মনের নিমূঢ় জৈব প্রবৃত্তি, কাম ও প্রেমকে নিয়ে কাব্য নির্মান করলেন। আবহমান কাল থেকে বাঙালীরা দাম্পত্য প্রেমের ঘানি টানতে টানতে এই কাব্যেই পেয়ে গিয়েছিল একঘেয়ে জীবন থেকে সাময়িক মুক্তির পথ। দৌলত কাজীর লোর, ময়না ও চন্দ্রানীর পারস্পারিক আকর্ষন ও প্রতিঘাতের যে উপাখ্যানটি কাব্যের মূল কাহিনীরূপে পরিবেশন করেছেন তা দীর্ঘকাল ধরেই আমাদের দেশজ লোককথার অঙ্গ হিসেবে সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত। অন্যদিকে আদিম লোক-সমাজের নারী স্বাতন্ত্র্য, বিবাহিতা পত্নীরও বীর উপভোগের স্বাধীন আকাঙ্খা স্বীকৃতি পেয়েছে লোরচন্দ্রানী কাব্যে। কাব্যে আমরা দেখতে পাই লোরের প্রতি চন্দ্রানীর প্রেম পরোরা প্রেম। চন্দ্রানী ইতিপূর্বেই বিবাহিতা। তার স্বামী বামন নপুংসক –

> “রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।”[১৪]

চন্দ্রানীর বাসনাময় চিত্ত এই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের গ্লানি বহন করতে সম্মত নয়। চন্দ্রানীর অনেক রাত্রি কেটে গেছে বামনের সঙ্গে নিস্ফল রাত্রি নিশিযাপনে। তার দু-একটি রাতের চিত্র দৌলত কাব্যে বর্ণনা করেছেন-

> “স্বামীহীন নারীর কি ফল সংসার।
> বিফলে বঞ্চয় নিশি রমনী যাহার।।
> স্বামীগুন গুনি নিশি সীদতি অঙ্গনা।
> হৃদে কামানল জ্বলে দক্ষিন পবনা।।
> পশু মতো স্বামী মোর বুঝিলু ধরণ।
> তাহা হোন্তে মাও মোকে নিস্তার এখন॥
> না মাগম কেলিকলা রতিরঙ্গরস।
> পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন অভিলাষ।।

মূঢ় স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।
একাকিনী সময় গোঁয়াই সেই ভাল।।”[১৫]

বামনের ব্যর্থতা চন্দ্রানীকে পীড়িত করেছে এবং অসামাজিক মিলনের প্রতি ধাবিত করেছে। কামাগ্নীতে দগ্ধ হয়ে চন্দ্রানী বীর্যবান লোরকে বামনের অনুপস্থিতির সুযোগে নিজের নিভৃত শয়ন মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। আবার বামনের আগমন সংবাদে নিজেই উদ্যোগী হয়ে লোরকে নিয়ে অন্যত্র বা অন্য রাজ্যে পলায়নের প্রস্তাব দিয়েছে-

“সেই ভাল তুমি আহ্মি যাই দেশান্তর।
এড়াইমু বামন ক্রোধ কলঙ্ক দুস্তর।।”[১৬]

বামনের আগমন সংবাদে চন্দ্রানীর আক্ষেপের মধ্যে একদিকে কুলচেতনা এবং অন্যদিকে লোরের প্রতি প্রেম চেতনা দুই-ই ফুটে উঠেছে। চন্দ্রানীর কুলমর্যাদাহানির বেদনা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে-

“তিল সুখ লাগি হারাইলুঁ জাতিকুল।
ঘাটেত বসিয়া নৌকা ডুবাইলুঁ মূল।।
লোকে ঘুসিবেন্ত রাজপুতা দুষ্টছলে।
নিজ কান্ত বিনাশিল উপকান্ত বলে।।”[১৭]

স্বামী বর্তমানে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক সমাজ সমর্থিত নয় জেনেও চন্দ্রানী যেন আত্মসংযমে অনিচ্ছুক। বামন নপুংসক হলেও নিজের নীতি আদর্শের প্রতি অবিচল। তাই পরস্ত্রীকে নিয়ে পলায়নের জন্য লোককে ভৎর্সনা করেছে। আবার লোরের মধ্য দিয়ে দৌলত কাজি কামনা বাসনায় পূর্ণ সাধারণ মানুষের লোকজীবনের চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন।

নিজে পন্ডিত হয়েও দৌলত কাজী এই দুটি আদর্শকেই লোকজীবনের ভাবে ভাষায় মন্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাবতীর বৈষ্ণব কবিতা, জয়দেব-কালিদাসের সংস্কৃত রচনার প্রতিচ্ছায়া থাকলেও বনর্না ভঙ্গি ও চরিত্রায়নের গুনে সবকিছুই আকারিত হয়েছে আদিম প্রকৃতিজ স্বভাবে। রচনা শৈলী ও জীবনবোধের এই বৈশিষ্ট্যেই দৌলত কাজীর রস ঋদ্ধ কবি-কর্মও লোক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ময়নার বারোমাস্যা অংশে সর্বশেষ জ্যৈষ্ঠমাসের বর্ণনা আরম্ভ করার পরেই তাঁর দেহান্ত হয়। এর মূলে ছিল কবিপ্রানের সহজ বিশ্বাস ও প্রেমানুরক্তির নিবিড়তা। বেদ-উপনিষদের প্রসঙ্গ থেকে বিদ্যাবতির রুপ-প্রকাশ পর্যন্ত সর্বত্র সেই সহজ অনুভবের লাবন্য বিভান্বিত হয়ে আছে। বারমাস্যার শুরুতে করি বলেছেন-

“দেখ ময়নাবতী প্রবেশ আষাঢ়
চৌদিকে সাজে গম্ভীর।
বন্ধুজন প্রেম ভাবিয়া পন্থিক
আইসয় নিজ মন্দির।।
যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী
পূরয় মনস্কাম।
দুর্লভ বরিষা তমসী রজনী
নির্জন সংকেত ঠাম।।
দারুন ডাহুক দাদুরী ময়ূর
চাতক নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবন বিদরে
না সহে মনে মদন।।
যাবত বয়স কেলি কলারস
পুরয় মনোরথ জানি।
হঠ পরিপাটি মান উপরোধ
চাতুরি তেজ কামিনী ।।

শুনহ উকতি　　　　করহ ভকতি
মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন　　　　মিলাইয়া দেম
যেন কালার কোলে রাই।।”[১৮]

লোক সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা উচ্চতর সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক, ধর্ম কিংবা নীতি বাঙালীর সাহিত্য চিন্তাকে কোনোদিন শাসন করতে পারেনি মানুষের সুখ দুঃখের অনুভূতি কোনো কৃত্রিম নৈতিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। বৈষ্ণব কবিতার সুর লোকজীবন রসে তন্ময় দৌলত কাজীর কবি-প্রানের স্পর্শে এমনি করেই লোকসাহিত্য লক্ষনে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

## Reference:

১. দৌলত, কাজি : লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না, প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৯ মুদ্রক : এ.পি. প্রিন্টার্স, ৮/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
২. গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ, মধ্যযুগের ধর্ম ভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপনি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পৃ.২২
৩. ঐ, পৃ. ২৯০
৪. ঐ, পৃ. ১
৫. ঐ, পৃ. ৪
৬. ঐ, পৃ. ৪
৭. ঐ, পৃ. ৯
৮. ঐ, পৃ. ১৩
৯. ঐ, পৃ. ১২
১০. ঐ, পৃ. ১৩
১১. ঐ, পৃ. ১৭
১২. ঐ, পৃ. ১৩
১৩. ঐ, পৃ. ১৩
১৪. ঐ, পৃ. ১৫
১৫. ঐ, পৃ. ৩৭
১৬. ঐ, পৃ. ৭১
১৭. ঐ, পৃ. ৭০
১৮. ঐ, পৃ. ১১১

## Bibliography:

বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) আহমেদ ওয়াকিল, দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রথম কাকলী প্রকাশনী সংস্করন) ফেব্রুয়ারী ২০০৩

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, চৌধুরী শ্রীভূদেব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ:অক্টোবর ১৯৮২, কার্তিক ১৩৯১, পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৯৫, নতুন মুদ্রন : ডিসেম্বর ২০০০, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 03*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 20 - 28*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

---

মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, গঙ্গোপাধ্যায় শম্ভুনাথ, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

মধ্যযুগের কাব্য : স্বর ও সংকট, সেন মজুমদার জহর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা: ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০৯

দৌলত কাজি : লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না, প্রকাশক: দেবজ্যোতি দত্ত শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা.লি., ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯